দৈনিক খবর

তারিখ ... 11 JUL 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব কি ঘটছে?

● সরদার মুশারফ হোসেন ●

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন জামায়াত-শিবির তান্ডব চালাচ্ছে। জামায়াত-শিবিরের মনোনীত বিতর্কিত ভিসি অধ্যাপক আঃ হামিদ যোগদান করার পর সেখানে শিক্ষার পরিবেশ আজ সম্পূর্ণ নির্বাসিত। দীর্ঘদিন ধরে জামায়াত-শিবির সেখানে অস্ত্রবাজি, রগ কাটা, হাতকাটা, খুন-খারাবি এবং স্বাধীনতা বিরোধী ও দেশদ্রোহিতামূলক কর্মকান্ডের রিহার্সেল দিয়ে আসছে এবং স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তির উপর '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার রণক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ার মাঝামাঝি স্থান শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে স্থানান্তরের পর ভিসি ডঃ সিরাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম শুরু করে। কুষ্টিয়ার আপামর জনসাধারণ এবং ঝিনাইদহের গণমানুষ অনেক আশা, অনেক ভরসা এবং দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত আকাংখার বাস্তবায়নে যে সুখ স্বপ্ন দেখেছিল, ডঃ সিরাজুল ইসলামের প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তা অনেকটা বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পেলো।

কিন্তু '৭১-এর ঘাতক জামায়াত-শিবির-এর চিন্তাধারা সব সময়ই উল্টো খাতে প্রবাহিত। জনগণের চিন্তা-চেতনা থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করাই এদের রাজনীতি। '৭১-এ যখন সারাদেশ এবং সারাদেশের মানুষ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের ময়দানে, সে সময়ও দেখা গেছে এই গণদুশমনরা জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে পাক হানাদার বাহিনীর সহায়তা করেছে, গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়েছে, পাক ফৌজ কর্তৃক বাঙ্গালী নারী ধর্ষণকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছে। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ঠিক একইভাবে জামায়াত-শিবির চক্র তাদের গণবিরোধী কার্যক্রমের ঘৃণ্য মহড়া দিতে শুরু করেছে। '৯১-এর সাধারণ নির্বাচনের পর জামায়াতীদের সহায়তায় বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে শিবির চক্র অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্প্রসারণের পাশাপাশি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে। প্রশাসনের নীরব ভূমিকার সুযোগে তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রকার অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে। প্রশাসনের আস্কারা পেয়ে শিবির সেখানে স্বাধীনতা বিরোধী কার্যক্রমের মহড়া শুরু করে। বিএনপি সরকার তার দলীয়করণ নীতি এবং আওয়ামী লীগ ঠেকাও কৌশলের অনুশীলনে শিবিরকে ব্যবহার করতে থাকে। উপাচার্য ডঃ সিরাজুল ইসলামকে অপসারণ করে স্বাধীনতা বিরোধী ডঃ হামিদকে ভিসি নিয়োগ করে। অনেক বাধা-বিপত্তি এবং কুষ্টিয়ার ঝিনাইদহের সর্বস্তরের প্রগতিশীল ছাত্র-যুবক এবং রাজনৈতিক দলের বাধার মুখেও এই বিতর্কিত ডঃ হামিদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যোগদান করেন। বলতে গেলে জামায়াত-শিবিরের অঘোষিত নেতা এই ডঃ হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেই দুরভিসন্ধিপূর্ণ কার্যক্রমের শুরুতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর আঘাত হানেন। তিনি নানান কায়দায় জামায়াত-শিবিরের রিক্রুটমেন্ট অনুযায়ী বিভিন্ন বৈধ-অবৈধ পন্থায় শিবির অনুগত ছাত্র ভর্তি শুরু করেন। এমন কি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেও তিনি তার মনমতো জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার ঘাতক চক্রকে ভর্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী সমাবেশ দীর্ঘায়িত করার কাজটি এভাবেই আরম্ভ করেন। দৈনিক খবরসহ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকগুলোতে ডঃ হামিদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধীদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, তাতে সরকারের টনক নড়েনি। জাতীয় সংসদে জামায়াত বিপাকে ফেলতে পারে- এই আশংকায় সরকার শিবিরের কার্যক্রমে মৌন সম্মতিসূচক নীরবতা পালন করে চলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া থেকে শান্তিডাঙ্গায় স্থানান্তরের জন্য যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডাকা হয়নি। ডঃ হামিদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়নি, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়নি, এমনকি সেখানে দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কেও হীন মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু সরকার নীরব, নির্বিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাস সরবরাহ করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়মে বাসের গায়ে লেখা ছিল 'প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনুদান' কিন্তু শিবিরের ঘাতক চক্র বাসের গা থেকে সেই লেখাও মুছে ফেলার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ব্যাপারটি প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞাতার্থে অবহিত করা হয়। কিন্তু কূটকৌশল এবং মিথ্যাচারের প্রবক্তা ডঃ হামিদ একটা বানোয়াট জবাব দিয়েই ব্যাপারটি ধামাচাপা দিয়েছেন। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। এই ডঃ হামিদ শিবিরের উস্কানিতে ছাত্রলীগের (ম-ই) কয়েকজন নেতাকে বহিস্কার করেছেন। সিন্ডিকেটের সভায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়া হয়েছে যে, বহিস্কৃত ছাত্রবৃন্দ ভিসিকে লাঞ্ছিত করেছে। আবার আদালতে মামলা দায়ের করে কাউকে কাউকে গ্রেফতার করিয়েছেন চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসের অভিযোগে। বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবলমাত্র শুরু হয়েছে। শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়নি এখনও। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় কেবল হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যাবার পথে এই প্রগতি বিরোধী বিতর্কিত ব্যক্তি ডঃ হামিদ এসে যোগদান করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা সম্প্রসারণ পরিকল্পনার বারোটা বাজাচ্ছেন। বিতর্কিত এই ব্যক্তি নানাভাবে সরকারী অর্থও অপচয় করছেন। কর্মস্থল কুষ্টিয়া হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে রাজশাহী এবং ঢাকায় বাসভবন রেখেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাঝে মাঝে সরকারকে সন্তুষ্ট করা অথবা সরকারের চোখে ধূলো দেয়ার মানসে তিনি সরকার সমর্থিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার আহবানে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েও থাকেন। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে এবার অন্যরকম। ডঃ হামিদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধী শিবিরের ঘাতক চক্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এমনই বেড়ে উঠেছে যে, টাল সামলাতে না পেরে এবার খোদ সরকারী দলের ঘরেই হাত ঠেলে দিয়েছে। এতদিন সরকার এবং সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল শিবিরের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সংঘাতকে উপভোগ করে আসছিলো এবং আড়ালে-আবডালে মুচকি হাসি দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু হঠাৎ শিবির কর্তৃক ছাত্রদলের উপর অপ্রত্যাশিত হামলায় বেসামাল হয়ে পড়েছে সরকার, প্রশাসন এবং ছাত্রদল। অন্যদের জন্য কুয়ো খুঁড়ে তারা নিজেরাই সেখানে পতিত হবেন- এ কল্পনা তাদের ছিল না। কিন্তু সাপের বিষদাঁত উপড়ে না ফেলে খেলা করলে তার ফলাফল সাপুড়ের জন্য কখনোই শুভ হয় না। ছাত্রদলের হয়েছে সেই অবস্থা। সম্প্রতি শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় ছাত্রদলের বেশ কিছু কর্মী আহত হয়েছে। কয়েকজন মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ৭ জন শিক্ষক সংঘর্ষ ঠেকাতে গিয়ে শিবিরের হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালের শয্যায় অসহায় দিন যাপন করছেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য শিবিরের এই বর্বর সন্ত্রাসী তান্ডবের প্রতিবাদ করেছে; বিতর্কিত ভিসি ডঃ হামিদের অপসারণের দাবীতে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছে; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শিবিরের পৃষ্ঠপোষক ডঃ হামিদের অপসারণের দাবী তুলেছে। বর্তমানে ছাত্রদলও ভিসি হামিদের অপসারণ এবং শিবিরের কার্যক্রম বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ করছে- ক্যাম্পাসে ছাত্ররা মিছিল করছে। কিন্তু পানি এতদিনে অনেক দূর গড়িয়েছে। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত শিবির চক্র এখন সংগঠিত। তারা ছাত্রদল এবং ছাত্রঐক্যের সকল ছাত্র-কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে এখন সাদ্দাম হোসেন হলে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। সন্ত্রাসী শিবির চক্রের কাছে প্রশাসনও অসহায়। প্রশাসন, থানা পুলিশ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারছেন না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিচ্ছেন না ক্যাম্পাসে প্রবেশের। ডঃ হামিদ বরং সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের নামে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন।

গরীব দেশের গরীব জনগণ অনেক আশা করে করের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হবে এ কল্পনা তাদের ছিল না। তাই, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়ার গণমানুষের এখনকার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়- যেখানে চলে অস্ত্র চর্চা এবং খুন-খারাবির মহড়া, যেখানে চলে স্বাধীনতা নস্যাতের পরিকল্পনা, যেখানে চলছে শিবিরের হত্যা জিঘাংসা প্রবৃত্তি বাস্তবায়নের তান্ডবনৃত্য।

দেশের জনগণ ঘৃণ্য ঘাতকদের রুখতে চায়। ঘাতকের হাত ভেঙ্গে দিতে হবে। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ তা না হলে বিষাক্ত সাপের হাতে সাপুড়ের মৃত্যুসম অবস্থাই হবে পরিণতি